প্রেম ও মানবিকতায়—'একটি তুলসী গাছের কাহিনি'

সুদীপ্তা ঘোষ

সামপ্রদায়িকতা, দাঙ্গা, নৈরাজ্য কিংবা জলমগ্ন কোন এক ক্ষোভ থেকে উঠে আসা রক্তপ্লাবী নির্মম সভ্যতার আঘাত, বিপর্যস্ত জীবন, বিপন্ন ভবিষ্যত আর ছোট ছোট স্মৃতি— যুগে যুগে রচনা করে জাতির ইতিহাস। এক পতনোন্মুখ মূল্যবোধের ইতিহাস। তবু কোথাও যেন স্মৃতির পাতা জুড়ে থেকে যায় ভালোবাসা সম্প্রীতি আর প্রাপ্তির মধুময় স্বরলিপি। যেমন করে নদীর কূল ভাঙে, আবার গড়ে ওঠে জনবসতি, সভ্যতা, তেমন করেই বৃন্তচ্যুত মানুষও খোঁজে নতুন আশ্রয়। দেখে নতুন স্বপ্ন।

দু'শ বছরের ইংরেজ শাসনের অবসান হবে। ভারতবর্ষ পাবে স্বাধীনতা। বিনিময়ে তাকে হতে হবে দ্বিখন্ডিত। স্বাধীনতা প্রাপ্তির এই অমোঘ নিয়তির যাতনায় ১৯৪৬ - ৪৭ এ হল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ভাতৃরক্তে রাঙা হয়ে উঠল ভারতবর্ষের মাটি। সাম্প্রদায়িকতার এই মারণযজ্ঞে সবাই গৃহহীন। আর ১৯৪৭ -এর এই দেশভাগের নির্মম পরিণতি নিয়ে ত্রিশোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যের স্তম্ভ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১) এর কলমে উঠে এল—'একটি তুলসী গাছের কাহিনি'। যার ইংরেজী অনুবাদ অলোক ভাল্লা সম্পাদিত 'Stories About the Partitian of India'-তে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যখন উপড়ে ফেলে দিচ্ছে সৌহার্দ্যের শিকড় তখন পূর্ব বাংলা থেকে চলে আসা কোন এক অবস্থাপন্ন হিন্দুর পরিত্যক্ত বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে এপার বাংলার একদল মুসলমান সরকারী কর্মচারী। বৈশাখের আম কুড়োনো ক্ষিপ্র উন্মাদনায় অপরাধের চেতনাকে বিজয়ের উল্লাসে চাপা দিয়ে তারা নিজেরাই হয়ে ওঠে বাড়িটার মালিক। কলকাতার দুর্গন্ধময় পরিবেশে দিনকাটানোর মানুষগুলোর জীবনে বাড়িটা যেন মুক্তির আলো নিয়ে আসে। জীবনে সবুজ তৃণের আভাস, ধমনীতে সবল সতেজ রক্তপ্রবাহ আর বেসুরো হারমোনিয়াম নিয়ে সংগীতসমস্যার আমোদে নিশ্চিন্তে দিনকাটানোর মাঝে একদিন উঠোনের প্রান্তে রান্নাঘরের পাশে একটি মৃতপ্রায় তুলসী গাছ তাদের দৃষ্টিগোচর হয়। মোদাব্বের হুংকার দিয়ে গাছটি উপড়ে ফেলতে বলে। কিন্তু আকস্মিক এই আবিষ্কারে সকলে হতভম্ব। স্তম্ভিত। মৃতপ্রায়, শুষ্কপ্রায় গাছটার বিষাদমাখা অস্তিত্ব যেন বলে চলে বাড়িটার অন্দরের কথা। হিন্দুত্বের কথা। তবু কেউ পারেনা গাছটা উপড়ে ফেলতে। বরং কারো মনে পড়ে—

> হিন্দু বাড়িতে দিনান্তে গৃহকর্ত্রী তুলসী গাছের তলে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালায়, গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করে। আজ যে তুলসী গাছের তলে ঘাস গজিয়ে উঠেছে, সে পরিত্যক্ত তুলসী তলেও প্রতি সন্ধ্যায় কেউ প্রদীপ দিত। আকাশে যখন সন্ধ্যাতারা বলিষ্ঠ একাকিত্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠত তখন ঘনায়মান ছায়ার মধ্যে আনত সিঁদুরের নীরব রক্তাক্ত স্পর্শে একটি শান্ত শীতল প্রদীপ জ্বলে উঠত প্রতিদিন।[১]

সেই গৃহকর্ত্রীর সন্ধানে ফেরে মতিনের মন। সেই মন ভাবে—

> আকাশে যখন দিনান্তের ছায়া ঘনিয়ে ওঠে তখন প্রতিদিন এ তুলসীতলার কথা মনে হয় বলে তার চোখ হয়তো ছলছল করে ওঠে।[২]

আসলে সাম্প্রদায়িকতা, জাতিবিদ্বেষ তাদের রক্তে যতই হত্যার উন্মাদনা জাগাক না কেন হৃদয়ের অগোচরে কোথায় যেন জমা ছিল এক মধুর বন্ধনের স্মৃতি। তাই গোঁড়া মোদাব্বেরকে ঝাঁঝের স্বরে বামপন্থী মুকসুদ বলে বড়ো বাড়াবাড়ি হচ্ছে। ছিন্নমূল মোদাব্বেরও তাই পারেনা গাছটি উপড়ে ফেলতে।

কিন্তু কেন লেখক তুলসী গাছটিকেই তুলে ধরলেন? শুধু কি হিন্দুয়ানীর চিহ্নস্বরূপ? শুধু বাড়িটার মালিক পরিচয় জানানো? ছোট্ট এই গাছটির ইতিহাসতো শুধু হিন্দুয়ানীর কথা বলে না। তাহলে এর আড়ালে কি ছিল আরও গভীর কোন মৈত্রীর সন্ধান? আসলে দাঙ্গাবিধ্বস্ত সমাজ তখন চেয়েছিল নতুন বাঁচার রসদ। প্রেমের মন্ত্র। আর যুগে যুগে, দেশে দেশে, এমনকী বিভিন্ন ধর্মেও বিভিন্ন নামে এই তুলসী গাছ কখনও প্রেম কখনও মৃত্যু কখনও নতুনের সূচনা করেছে।

হিন্দু পুরাণে তুলসী অর্থাৎ বৃন্দা সতীত্বের যাতনায় বিষ্ণুকে অভিশাপ দিয়ে নিজের আত্মসম্মান

বজায় রেখেছে, তাকে স্বামীর মর্যাদা দিয়েছে। আবার পাশ্চাত্য সাহিত্যে বোক্কাচিত্ত-র গল্প অবলম্বনে জন কিট্‌সের 'ইসাবেলা' কবিতায় দেখা গেছে সেই প্রেমের যন্ত্রণা। ইসাবেলা তাঁর প্রেমিকের স্পর্শে শিহরিত হয়েছে প্রেমিকের মাথায় খুলির সংস্পর্শে রাখা 'বেসিল' গাছের পরশে। আবার ইতালিতে সেই গাছই 'বাচা নিকোলা' —নামে পরিচিত। যার অর্থ, 'নিকোলাস, আমায় চুম্বন করো'। গ্রিস দেশে তুলসীপাতা বেটে তৈরী 'বাসিলোপিতা' কেক নববর্ষে তৈরী করেন। দিনটিতে হয় সন্ত বেসিলের পূজো। অর্থাৎ, হিন্দু, খ্রীষ্ট যে ধর্মই হোক না কেন, তুলসীর উপস্থিতি সর্বত্র, তাই কখনও প্রেম, কখনও নতুনের আহ্বান, কখনও মানবিকতার প্রতীক এই তুলসী গাছটি যেন ছিন্নমূল মানুষগুলোকে বাঁচার পথ দেখিয়েছিল—

> নিজে আংশিক হলেও অপরিস্কার নিরাশ্রয়া, আশ্রয়হীনা হয়েও সে সজীব অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে জয়ী এবং মানুষের ধারাবাহিকতা রক্ষার সংকল্পে অটল।[৩]

ছিন্নমূল কাদের, মতিন, মোদ্দাব্বের ইউনুসের প্রতীক হয়ে ওঠে যেন এই মৃতপ্রায় গাছটি। আপন অস্তিত্ব রক্ষায় আগাছাকে আশ্রয় করে দাঁড়িয়ে থাকা গাছটি যেন তাদের জানায়

> তুলে ফেলার ক্ষমতার রূপায়ন উপরের সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়।[৪]

আপন অঙ্গের সৌন্দর্য্য, তার ফুল, পাতার উপকারিতায় সে মহান। উচ্চতা মহত্বের প্রকাশ করে না। মাথা তুলে বাঁচতে শেখাটাই বড় কথা। প্রেম, ভালোবাসা আর মৈত্রীর স্পর্শ নিয়ে গড়ে তুলতে হবে নতুন সমাজ, নতুন জীবন, নতুন আশ্রয়। আর তার জন্য প্রয়োজন মানবিক বোধ। তুলসী গাছটি যেন সেই মানবিক বোধকে জাগ্রত করে।

তাই একসময় সাব-ইনস্‌পেক্টরের নির্দেশে বাড়িটা ছেড়ে দিতে হয়। তৃষ্ণায় গাছটা শুকিয়ে ওঠে। অবহেলায় যেমন করে প্রেমবীজের মৃত্যু ঘটে, যেমন করে সাম্প্রদায়িকতা ছিন্নভিন্ন করে স্বপ্নের সমাজকে, তেমন করেই পরিচর্যার অভাব গাছটিকে মৃত্যুমুখে পতিত করে। মৃত্যুর কোলে দাঁড়িয়েও গাছটির বিষন্নতা মাখা জীবনকাব্য এক আলোকিত ভবিষ্যতের হাতছানি দিতে থাকে। যেখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে থাকে মানবিকতার ইঙ্গিত। যেখানে ধর্ম নয়, গোষ্ঠী নয়, সমাজ নয়— মানুষ আর মানবিক বোধই হয়ে ওঠে সভ্যতার কণ্ঠস্বর।

১। 'একটি তুলসী গাছের কাহিনি' সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
২। ঐ
৩। দিবারাত্রির কাব্য। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ সংখ্যা। শ্রীকুমার চক্রবর্তী। পৃষ্ঠা ১৩৮।
৪। ঐ